আলোকিত গল্পগুচ্ছ

স ম্পা দ না

মোহাম্মদ আল মামুন খান

ব্যারিস্টার হাফিজুর রহমান খান

আলোকিত গল্পগুচ্ছ

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ আল মামুন খান
ব্যারিস্টার হাফিজুর রহমান খান

পৃষ্ঠপোষকতায়
এসএসসি '৯৬, এইচএসসি '৯৮ সোসাইটি

স্বত্ব
মো: আল মামুন খান

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০২০

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন
৪৩/৯/৪, শ্যামলী হাউজিং (তৃতীয় তলা)
সড়ক নং ৬, ব্লক-বি, শেখেরটেক
আদবর, ঢাকা-১২০৭
Email : jalchhabi2015@gmail.com

প্রচ্ছদ
কামরুজ্জামান সেন্টু

ISBN : 978-984-94524-6-1

মূল্য ২০০ টাকা

পরিবেশক
ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০

অনলাইন পরিবেশক

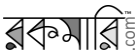

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Alokito Golpoguchha
Edited by **Mohammad Al-Mamun Khan** and **Barister Hafijur Rahman Khan**
Published by AKM Nasir Uddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka
Published in Ekushye Boimela 2020, Price Taka 200, US $ 7

উৎসর্গ

মহান ভাষা আন্দোলনে ভাষা শহিদ ও
ভাষা সৈনিকদের স্মৃতির প্রতি

সূচিপত্র

অবসর	মোঃ আল মামুন খান	৯
রবার্ট মুগাবে একটি সিমকার্ড ও মানবতা	জাহিদ চৌধুরী	১২
বুকলিস্ট	তিতাস তানভির	১৫
একজন মা	মোঃ সারোয়ার লিমন	১৭
জয় হোক বন্ধুত্বের	হাসান শাফিউল মুজনাবীণ তাওহীদ	১৯
মানবিক কাজের অনুপ্রেরণা	সাইফুজ্জামান বিপ্লব	২২
আমেনার সংসার	মোঃ শাহানশাহ	২৪
মিলা আপু	সানু আক্তার	২৮
একজন দুলালের গল্প	ব্যারিস্টার সৌমিত্র সরদার	৩১
মোড়লের বিচার	ডাঃ কাজী মোস্তাফিজুর রহমান	৩৩
সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য	ফাতেমা তুজ জোহরা	৩৬
সাহায্য	নাহিদ কাওসার শুভ	৩৮
আমার দোস্ত টুটুল	মোঃ আল মাসুদ খান	৪১
দংশন	সাদিয়া আফরিন	৪৫
নবারুণ বয়েজ ক্লাব	এড. কাজী আতাউল ওসমান ববি	৪৬
ভিখারিণী	ইশরাত জাহান রোজী	৪৮
স্মৃতিময় রোটারেক্ট ক্লাব যশোর	এড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন	৫৩
রক্তযোদ্ধা	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান রোমেল	৫৫
আত্মশুদ্ধি	ব্যারিস্টার হাফিজুর রহমান খান	৫৭
একটি সড়ক দুর্ঘটনা	তানজিরুল হক	৬০
আমাদের সোসাইটি	কামরুল হাসান	৬২

মুখবন্ধ

২১টি ছোটগল্পের সমন্বয়ে ২১ জন লেখকের অনবদ্য গল্পগ্রন্থ 'আলোকিত গল্পগুচ্ছ'। মানবজীবনের ছোট ছোট ভালোলাগা, ভালোবাসা, মান-অভিমান, কিংবা সমাজের নানা অসঙ্গতির সুচারু চিত্রায়নেই বাঙময় হয়ে ওঠে যে কোনো ছোটগল্প। আর সেই ছোটগল্পই আমাদের মনে দাগ কাটে, যখন সেখানে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনের মিল খুঁজে পাই। তবে এক্ষেত্রে লেখককে অবশ্যই বর্ণনায় সাবলীল হতে হয়। আলোকিত গল্পগুচ্ছ গ্রন্থের ২১ জন লেখক ঝরঝরে প্রাঞ্জল বর্ণনা দিতে কোনো রূপ কৃপণতার আশ্রয় নেননি। আর এই ২১ জন লেখক একাধারে ২১ জন আলোকিত মানবিক মানুষও বটে। নিজেদের বাস্তব জীবনে দেখা এবং ঘটনাপ্রবাহে নিজেদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মানুষের অসহায় মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়ে কিছু করে দেখানোর বিষয়গুলিই মূলত এই গ্রন্থে এসকল শব্দ কারিগরগণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

এবার গল্পগুলোর কাহিনী সংক্ষেপের দিকে একটু নজর দেই। সমাজের সকল শ্রেণির জীবনের নানান ঘটনার বাস্তব দৃশ্যায়ন এই বইয়ের নানান গল্পে উঠে এসেছে। প্রথম গল্প 'অবসর' গল্পে লেখক শহুরে জীবনের মৌচাক নগরে এসে কীভাবে বাবারা সন্তানের অবহেলার শিকার হয়ে অবসর জীবনে এসেও কাজ করতে বাধ্য হন, সব কিছু ফাঁকি দিয়ে সম্পর্কগুলি কীভাবে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। বাবা-সন্তানের মানসিক টানাপোড়েন কীভাবে বাবাদের হৃদয়ে দগ্ধ ক্ষতে পরিণত হয়- এসব সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে মোঃ আল মামুন খান-এর অবসর গল্পটিতে।

'রবার্ট মুগাবে, একটি সিম কার্ড ও মানবতা' লেখক জাহিদ চৌধুরীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। বিদেশ-বিভূঁইয়ে পেশাগত কাজে সৃষ্ট কঠিন সমস্যায় আরেক মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের অপ্রত্যাশিতভাবে পাশে দাঁড়ানোর ঘটনা বিধৃত হয়েছে এই গল্পে, যা পাঠকের মনকে করবে আন্দোলিত।

তিতাস তানভির-এর 'বুক লিস্ট গল্পটি দরিদ্র এক পিতার নিজ সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনায় তাড়িত হবার বিষয়টিকে পাঠককেও তাড়িত করবে। লেখক যখন বলেন, 'ঢুকে দেখি, সে এক বিস্ময়! আমি দেখলাম, মোমবাতির আলোয় পরমযত্নে এক শীর্ণকায় কিশোরী বইগুলি বুকে নিয়ে আদর করছে, আর একটু পর পর নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকছে। তার চোখে আনন্দের অশ্রু!' লেখকের সহায়তায় এক কিশোরীর স্বপ্নপূরণের ওই আনন্দাশ্রুর ভাগীদার হয়ে উঠেন পাঠকও।

মোঃ সারোয়ার লিমন-এর 'একজন মা' গল্পে এক অভিনব ভালোলাগা গল্পের পরতে-পরতে ছড়িয়ে রেখেছেন গল্পকার। মা হারানো লেখক এক অপরিচিতা বৃদ্ধার ভিতরে নিজের মায়ের ছায়া দেখতে পেয়ে সন্তান হিসেবে যে অকৃত্রিম মমতার প্রদর্শন করেছেন, তা শাশ্বত ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

হাসান শাফিউল মুজনাবীণ তাওহীদ তার 'জয়হোক বন্ধুত্বের' গল্পে বন্ধুত্ব কি এবং একে অটুট রাখতে মানবতা কতটুকু ভূমিকা রাখে– এ বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। তার প্রাঞ্জল বর্ণনায় লেখকের প্রখর জীবনবোধ গল্পে ফুটে উঠেছে। একইভাবে 'মানবিক কাজের অণুপ্রেরণা' গল্পে লেখক সাইফুজ্জামান বিপ্লব মানুষ যে আসলেই মানুষের জন্য, সেটা নিজের কর্মকাণ্ড শব্দের সাথে শব্দের মিলনে উপস্থাপন করেছেন। যা নিঃসন্দেহে সকল শ্রেণির পাঠককে সামাজিক ও মানবিক কাজের অনুপ্রেরণা দেবে।

দুই অসম পরিবারে বেড়ে ওঠা এক জোড়া নারী-পুরুষের ভিতরের প্রেম তাদের অভিভাবকদের ঠুনকো সামাজিক পদবী ও অহমিকার ভারে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি, অতপর সাময়িক বিচ্ছেদ এবং লেখকের মাধ্যমে এসব কিছুর অবসান হয়ে সুন্দরভাবে তাদের জীবনযাপন- এসব কিছু পাঠক জানতে পারবেন গল্পকার মোঃ শাহানশাহ-এর 'আমেনার সংসার' গল্পে।

'মিলা আপু' গল্পে সানু আক্তার দেখিয়েছেন, মানুষ, মনুষ্যত্ব ও মানবতা- এই তিনটির সংমিশ্রণে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে এবং অপরের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয়। একইভাবে 'একজন দুলালের গল্প' ব্যারিস্টার সৌমিত্র সরদার-এর এক অনবদ্য সৃষ্টি। একজন আইনজীবী হিসেবে এক হতদরিদ্র গরীব রিকশাওয়ালার বিপদে আইনী সহায়তা নিয়ে পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে লেখক অন্যদেরকেও মানবতার

জয়গানে মুখর হবার আহ্বান জানিয়েছেন। লেখক দক্ষ অন্তর্দৃষ্টি মেলে ধরে পাঠকের হৃদয়ে ঝড় তুলেছেন গল্পটির মাধ্যমে।

'মোড়লের বিচার' গল্পে গল্পকার ডাঃ কাজী মোস্তাফিজুর রহমান আমাদের গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার দৈন্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর পাশাপাশি এর উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন। মাতব্বররা গ্রামে ঝগড়া-ফ্যাসাদ জিইয়ে রেখে ব্যবসা করে–এই বিষয়টি মূর্ত হয়েছে এই গল্পে। ফাতেমা তুজ জোহরা 'সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য' গল্পে দেখিয়েছেন, যদিও পৃথিবীতে সব মানুষের ক্ষমতা এক নয় এবং মানুষ তার সাধ্যের বাইরে হয়তো কিছু করতে পারে না। তবে মানুষের ইচ্ছা যদি হয় তবে সে তার সাধ্যমতো দুঃখী ও পীড়িত মানুষকে সাহায্য করতে পারে।

নাহিদ কাওসার শুভ তার 'সাহায্য' গল্পে মানবিক ও সামাজিক সাহায্য বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সময়ের সাথে সাথে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন সম্ভব যদি কেউ সে বিষয়টি নিয়ে অগ্রণী হয়ে বার বার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'আমার দোস্তো টুটুল' গল্পটির লেখক মোঃ আল মাসুদ খান-এর ক্ষুরধার লেখনীতে দুই বন্ধুর ভালোবাসার তীব্র বোধকে পাঠকের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছে শৈল্পিক আঙ্গিকে। আর্থিক অস্বচ্ছলতা কীভাবে মানসিক টানাপোড়েনের সৃষ্টি করে, কর্পোরেট জীবনে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, বেঁচে থাকার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা- এসব কিছু গুছিয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে লেখকের বর্ণনায়। পাঠকের মনোজগতে এক অভাবনীয় যন্ত্রণা জন্ম নেয় এমন একটি গল্পের ভেতরে অবগাহন করে।

সাদিয়া আফরিন তার 'দংশন' গল্পে দেখিয়েছেন কীভাবে পাঠক দায়িত্বকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে চেতন কিংবা অবচেতনে বিবেকের দংশন অনুভব করবেন। একইভাবে কাজী আতাউল ওসমান ববি 'নবারুণ বয়েজ ক্লাব' গল্পে দেখিয়েছেন–এই সময়ের বাচ্চারা মোবাইল ফোনকেন্দ্রীক অভ্যস্ত জীবনে কীভাবে তাদের সঠিক মানসিক বিকাশ করতে পারছে না। বাস্তব জীবন থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে তারা সরে গিয়ে ভার্চুয়াল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ক্রিয়েটিভিটি হারিয়ে ফেলছে।

ইশরাত জাহান রোজীর 'ভিখারিণী' গল্পে সামাজিক অসঙ্গতির এক জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পকার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সামাজিক যন্ত্রণা নিপুণ দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন এই গল্পে। সেবার এক অনুপম বাস্তব চিত্র পাঠক দেখতে পাবেন এডভোকেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন-এর 'স্মৃতিময় রোটারেক্ট ক্লাব যশোর' গল্পটিতে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান রোমেল তার 'রক্তযোদ্ধা' গল্পে মানবতা নিয়ে বেঁচে থাকা মানবদরদী মানুষকে উপস্থাপন করেছেন। রক্তদানে অনুপ্রাণিত করতেই পাঠকের উদ্দেশে যখন বলা হয়, 'একবার রক্ত দিয়ে কারো জীবন বাঁচান, দেখবেন এক প্রশান্তি আপনাকে ছুঁয়ে যাবে, আর আপনিও রক্তদানে বারে বারে ছুটে চলবেন আর এভাবেই রক্তযোদ্ধা হয়ে বেঁচে থাকবেন'- আক্ষরিক অর্থেই পাঠক অনুপ্রাণিত হন।

'আত্মশুদ্ধি' গল্পটি মোঃ হাফিজুর রহমান খান-এর নান্দনিক উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য লেখকের কর্মকান্ড সচেতন পাঠককেও নিজের জায়গায় থেকে ওই পথে ধাবিত করবে নিঃসন্দেহে। তানজিরুল হক-এর 'একটি সড়ক দুর্ঘটনা' গল্পটিও মানবিক কর্মকান্ডে অন্যদের উৎসাহিত হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

সব শেষ গল্প কামরুল হাসান-এর ''আমাদের সোসাইটি'। এ গল্পে আমরা দেখি একটি সংগঠন কীভাবে আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। একটি সংগঠনের ব্যানারে মানবিক মূল্যবোধের অনুশীলনের পাশাপাশি সমাজের উন্নয়নে সম্পৃক্ত থাকার প্রশান্তি লাভ করবেন পাঠক এ গল্পে অবগাহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, **আলোকিত গল্পগুচ্ছ** গ্রন্থটিতে ২১ জন গল্পকার চলমান ঘটনার মধ্যে ক্লাইমেক্স বা মহামুহূর্তটি জীবনের গভীর রহস্যকে ব্যঞ্জনাময় করে পাঠককে 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু' দর্শন করিয়ে মানবিক কাজে অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সামাজিক ও মানবিক 'সংগঠন এসএসসি ৯৬, এইচএসসি ৯৮' গ্রন্থটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা করায় তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইলো।

মোহাম্মদ আল মামুন খান
লেখক ও সাংবাদিক

অবসর

মোঃ আল মামুন খান

চান্দরা চৌরাস্তা। নামে চৌরাস্তা হলেও আসলে রাস্তা তিনদিকে বিস্তৃত। গাড়িগুলো তিনদিকেই আসা-যাওয়া করছে। তিতাস পরিবহনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ। ঘরে কাঁচা হাতে বানানো বোঝাই যায়। ভীড়ের জন্য বাসে উঠতে পারছেন না। বয়সও তো আর কম হলো না! ষাট পেরিয়ে এসেছেন গত বছর। এই বয়সে যুবকদের ভীড় ঠেলে ওদের প্রাণচাঞ্চল্যের কাছে হার মানাটাই কি স্বাভাবিক নয়? নিজের জীবনের কাছে তো সেই কবেই হার মেনে বসে আছেন!

টিকেট কাউন্টারের অল্পবয়স্ক ছেলেটি একবার কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করলে তিনি মাথা নেড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলেছিলেন। এই আরো এক সমস্যা। তিনি কারো কিছু বুঝেন না, তারটাও কেউ বুঝতে চায় না। সবাই উঠে পড়লে বাস ছেড়ে দেবার আগ মুহূর্তে তিনি উঠলেন। চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রীদের দিকে তাকালেন। এরা সবাই যাত্রী। শুধু তিনি ছাড়া। তিনি এসেছেন হকারি করতে। একজন ভ্রাম্যমাণ হকার হিসেবে আজ তার প্রথম দিন। অভ্যাস নেই। কীভাবে শুরু করবেন ভাবছেন। একবার গলা খাঁকারি দিলেন। কিছু বলতে গিয়েও যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। মুখ দিয়ে কথা আসছে না। ব্যাগের ভিতর থেকে কিছু টুথ ব্রাশের প্যাকেট বের করে হাতে নিলেন। প্রতিটির সাথে একটি করে বল পেন। এগুলো ব্রাশের সাথে ফ্রি দেয়া হবে। কন্ডাক্টর ভাড়া চাইতে এলো। 'কই যাবেন মুরব্বি?' জিজ্ঞেস করাতেই বললেন, 'এই সামনে...'। ওনার হাতের ব্যাগ

আর জিনিসগুলোর দিকে নজর পড়তেই কন্ডাক্টর আর ভাড়া চাইলো না। ওর দৃষ্টিতে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য অনুভব করলেন।

যাত্রী থেকে মুহূর্তে একজন হকারে পরিণত হলেন তিনি! তবে কষ্ট পেলেন না কন্ডাক্টরের চাহনির মর্ম বুঝে। ইদানিং এর থেকেও অনেক বেশী অবহেলা আর তাচ্ছিল্য পেতে-পেতে মনটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে এখন। ছেলের সংসারে অনাহুতের মত বাস করছেন তিনি। ছোট্ট স্টোর রুমটি এখন তার এক চিলতে শোবার ঘর! বউমার মিছরির ছুরিতে অণুক্ষণ ফালা-ফালা হবার পরে একটুখানি শ্রান্তিতে পিঠ এলিয়ে দেবার জায়গা এটাই। ছেলে দিনভর অফিসে ব্যস্ত থাকে। রাতেও বাসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই ব্যস্ততার ভিড়ে বাবাকে সময় দেবার মত 'সময়' আর তার থাকে না।

যান্ত্রিক জীবনে সবাই যন্ত্রের মতো ভাবলেশহীন! টাকা নামের কিছু কাগুজে ভালোবাসায় হৃদয়ের লেনদেন চলে এখন। তাই এতোগুলো বছর পার করেও 'ওগুলোই' অর্জনে আবার পথে নেমেছেন আজ। যদিও ভেবেছিলেন, এই পথটিতে চলা অনেক আগেই ফুরিয়েছে তার। আর বুঝি নামার প্রয়োজন হবে না।

বাসের মাঝামাঝি এক বৃদ্ধ দম্পতির দিকে চোখ পড়তেই নিজের অর্ধাঙ্গীনির কথা মনে পড়ে গেলো তার। বছর পাঁচেক হল তিনি তাকে ফাঁকি দিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। হৃদয়ের গহীন কোণো এক কোণ থেকে বোবা অনুভুতিগুলো ঠিকরে বের হতে চাইলো। পাথরের বুক চিরে এক অপ্রতিরোধ্য ঝর্নাধারা বের হতে চাইলো। মুহূর্তে দু'চোখ ভিজে ওঠে... নিজেকে সম্বরণ করতে বেশ বেগ পেতে হয়। দু'ফোঁটা অশ্রুও যে ঝরিয়ে হৃদয়ের ব্যথাকে কিছুটা প্রশমন করবেন, তাও পারেন না। পাছে ছেলের অমঙ্গল হয়! নিজেকে নিজের ভেতর থেকে টেনে বের করে একজন বাবা মুহূর্তে একজন হকারে পরিণত হন! মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বেরিয়ে আসে–'আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সামনে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি...।' যাত্রীদের ভিতর কেউ তাকায়, কেউ একটু শুনেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কয়েকজন বিরক্ত হয়ে দু-একটা তীর্যক মন্তব্যও করে। কিন্তু জীবনযুদ্ধে পরাজিত একজন মানুষ নতুন করে বাঁচার চেষ্টায় পথে নেমেছেন, তাকে কি এতো কিছু লক্ষ্য করলে চলে? ভালোবাসার কিছু কাগুজে নোট নিয়ে তাকে ফিরে যেতে হবে চৌষট্টি স্কয়ার ফিটের এক বৃদ্ধাশ্রমে! যেখানে আপনজনের মাঝে থেকেও এক অন্তরীণ জীবনের স্বাদ লাভ করছেন।

শিহাবের অফিস কোনাবাড়ি। প্রতিদিন সাভার থেকে সে যাতায়াত করে। সরাসরি যে বাসগুলো যায়, তাতে বড্ড ভীড়, গতিও মন্থর। তাই চান্দোরায় নেমে অন্য বাসে গেলে দ্রুত এবং আরামে যেতে পারে। প্রতিদিনের চলার পথে এজন্য এই স্ট্যান্ডে কিছু সময় কাটে ওর। বাসেই প্রথম দেখে সে ওই ষাটোর্ধ বৃদ্ধকে। অন্য আর দশটা ফেরিওয়ালার মতো না লাগায় বৃদ্ধের

চেহারাটা কেন জানি ওর মনের ভিতরে বসে যায়। এরপর নিয়মিত তার সাথে দেখা হয় ওর। কখনও অফিস যাবার পথে, কিংবা বাসায় ফেরার পথে। দুইদিন তার থেকে একসেট টুথ ব্রাসও কিনেছে সে। তবে এসবই বাসে চলন্ত অবস্থায়। একদিন কী কারণে হঠাৎ পরিবহন শ্রমিকেরা রাস্তা আটকে দেয়ায় চান্দোরায় আটকে যায় শিহাব। ওর মতো আরও অনেকে বিব্রত হয়ে বাস স্ট্যান্ডের চায়ের দোকানে বসে আছে। কেউ কেউ মুখে শ্রমিকদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে।

ফুটপাতের এক কোণে বসে থাকা সেই অপরিচিত বৃদ্ধ হকারকে দেখতে পায় শিহাব। মাথা নিচু করা। কেমন শ্রান্ত, ক্লান্ত। জীবনযুদ্ধে পরাজিত ভাঙ্গাচুরা একজন মানুষ–এমনই মনে হলো শিহাবের। সামনে আগায় সে। বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসে। পাশে কারও উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তোলে বৃদ্ধ। তার ঘষা কাঁচের মত দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে। সেই দৃষ্টির সামনে কৌতুহলী শিহাব ব্যথিত বোধ করে। বৃদ্ধের সাথে শুরু হয় আলাপচারিতা। দীর্ঘ সময় নিয়ে এক অসহায় পিতার করুন কাহিনী শ্রবণে শিহাবের হৃদয়ের গভীরে রক্তক্ষরণ হয়। শৈশবে নিজের জনককে হারিয়েছে সে। এক পাষণ্ড সন্তানের ব্যবহারে এক বৃদ্ধ পিতার পথে নেমে আসাটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না শিহাব। নিজের জনক এভাবে বাসে-বাসে ফেরি করছে–এমন দৃশ্যপট ভাবনায় আসতেই দম বন্ধ হয়ে আসে ওর। এই বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে কী করা যায় ভাবতে থাকে।

শিহাবের অফিসের মালিকের একটি বৃদ্ধাশ্রম রয়েছে গাজীপুরে। পরেরদিন তার সাথে আলাপ করে শিহাব। বৃদ্ধের আদ্যোপান্ত খুলে বলে সে। শিহাবের বস সব শুনে তার বৃদ্ধাশ্রমে ওই বৃদ্ধকে রাখতে সম্মত হয়। পরের দিন শিহাব সেই বিবর্ণ-বিধ্বস্ত মানুষটিকে সব কথা খুলে জানায়। অবাক চোখে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন বৃদ্ধ। সময় যেন স্থির। তবে তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া কয়েকফোঁটা অশ্রু স্থির সময়কে পুনরায় সচল করে। তিনি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে রাজী হন।

একমাস পর। এক বন্ধের দিনে শিহাব সেই বৃদ্ধকে দেখতে আশ্রমে যায়। এক পুকুর পাড়ে সিমেন্টের শান বাঁধানো ঘাটে, আরও কয়েকজন অসহায় বাবার সাথে ওর রেখে যাওয়া সেই বৃদ্ধকেও দেখতে পায় সে। নিজ সন্তানদের অবহেলায় জীবনযুদ্ধে অসহায় কয়েকজন বাবা নিজেদের বেলা শেষে স্মৃতির রোমন্থন করছেন। তাদের সবাই থেকেও কেউ নেই। অনন্ত নিঃসঙ্গতায় ডুবে থাকেন তারা। বৃদ্ধাশ্রমে নিজের ভূবনে এক-একজন বাবা, আসলেই বড্ড একেলা!

রবার্ট মুগাবে, একটি সিম কার্ড ও মানবতা

জাহিদ চৌধুরী

পেশাগত কাজে প্রথম বিদেশ যাত্রা। একই সাথে নিজেরও প্রথমবারের মতো দেশের গণ্ডি পার হয়ে অন্য দেশে যাওয়া। আর যদি হয় বাংলাদেশ থেকে প্রায় আট হাজার মাইল দুরের জিম্বাবুয়ে, তবে তো কথাই নেই। ক্রিকেট সাংবাদিকতা আমার কাজ। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারেতে যাওয়ার নির্দেশ জারি হলো অফিস থেকে। প্রতিবেশি দেশে যাওয়ারই অভিজ্ঞতা যার নেই, সেখানে জিম্বাবুয়ে! দেশটি সম্পর্কে হোম ওয়ার্ক করে উঠে পড়লাম বিমানে। প্রায় ২৮ ঘন্টার ভ্রমণ শেষে পৌঁছালাম শহরটিতে। তখন দেশটিতে চলছিল স্বৈরশাসক রবার্ট মুগাবের শাসন। পৌছার খবরটি দেয়ার জন্য বিমান বন্দরে সিম কার্ড খুঁজে ব্যর্থ হলাম। ভেবে নিলাম হয়তো বাইরে গেলেই মিলবে। ট্যাক্সি ট্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতেই, রহস্যময় হাসি, সাথে উত্তর, দেখো পেতেও পারো।

তখনও ওয়াই ফাইয়ের যুগ শুরু হয়নি। তাই সিম কার্ডই একমাত্র ভরসা। লম্বা সময় পরিবার এবং অফিসের সাথে যোগাযোগ বিছিন্ন। বলে নেয়া ভালো, আমাদের পেশায় তখন সিম কার্ড ছাড়া কোন কাজই সম্ভব ছিলো না। হোটেলে ঢুকে প্রথম কাজই হলো মোবাইলটাকে জীবিত করা। রিসিপসন ডেস্কের পরার্মশে হারারে শহরে শুরু করলাম সিম কার্ড খোঁজা।